ইসলাম ও জড়বাদ

[বাংলা - bengali - البنغالية]

শায়খ লিয়াকত আলী আব্দুস সবুর

সম্পাদানা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

2010 - 1431

IslamHouse

﴿ الإسلام والمادية ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ لياقت علي عبد الصبور

مراجعة: إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

IslamHouse

ইসলাম ও জড়বাদ

কতিপয় মৌলিক প্রশ্নকে সামনে রেখেই যে কোন জীবনদর্শনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জগতের স্বরূপ কী? পরবর্তী কোন জগতে ঠিকানা মানুষের? সে জীবনের জন্য কোন করণীয় আছে কি এ জীবনে? বিশ্ব প্রকৃতি কে নিয়ন্ত্রণ করেন? তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? সৃষ্টি জগতে মানুষের মর্যাদা কী? মানুষ কি স্বাধীন না পরাধীন? মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী?

এসব প্রশ্নের সমাধানের উপরই নির্ভর করে যে কোন মতবাদের প্রকৃতি। জীবন, জগত ও স্রষ্টা সম্পর্কে মৌলিক দৃষ্টিভংগীই এ প্রশ্নগুলোর মূল কথা। আমরা এখন দেখতে চাইবো এ সব বিষয়ে ইসলামের সাথে বস্তুবাদী ভাবধারার বক্তব্যে কি পার্থক্য রয়েছে।

জগতের স্বরূপ

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হলো এ জগতটাই সব কিছু। এ জীবনের পর আর কোন জীবন নেই। বস্তুবাদী এই দৃষ্টিভঙ্গী নতুন কিছু নয়। প্রাক-ঐতিহাসিক যুগেও এক শ্রেণীর মানুষের এরূপ চিন্তা-ভাবনা ছিল। কুরআন মজীদে প্রাচীনকালের কোন জনগোষ্ঠীর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

﴿ إِنۡ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا نَمُوتُ وَنَحۡيَا وَمَا نَحۡنُ بِمَبۡعُوثِينَ ٣٧ ﴾ المؤمنون: ٣٧

'আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। এখানেই আমাদের জীবন ও মরণ। আমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে না।' মুমিনুন–৩৭)
কিন্তু ইসলাম বলছে– এ জীবনটাই মানুষের একমাত্র জীবন নয়। বরং পরবর্তী আরেকটি জীবন রয়েছে মানুষের। সেটিই প্রকৃত জীবন। যে জীবন চিরস্থায়ী। এ জীবন থেকেই পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে সে জীবনের জন্য। আল কুরআনের ভাষায়,

﴿ وَمَا هَٰذِهِ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا لَهۡوٞ وَلَعِبٞۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ لَهِيَ ٱلۡحَيَوَانُۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ٦٤ ﴾ العنكبوت: ٦٤

'পার্থিব এ জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানতো।' (আনকাবূত–৬৪)
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'পার্থিব জীবন পরকালের ক্ষেতস্বরূপ।' অর্থাৎ পরকালের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে নেবার সময় এ জীবন।

পার্থিব জীবনে পরকালে বিশ্বাসের প্রভাব

পরকালের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে মানুষ তার সকল কর্মকাণ্ডের লাভ-লোকসান বর্তমান জীবনের আলোকে বিচার করে থাকে। সে কেবল নগদ লাভই বুঝে। বাকীতে পাওয়ার কথা সে মেনে নিতে পারে না। নৈতিকতার কোন প্রশ্ন নেই তার জীবনে। কারণ নৈতিকতার লাভটি বাকীতে পাওয়া যাবে। পরোপকার কোন মহৎ কাজ নয় এমন ব্যক্তির নিকট। কারণ এতে সে কোন লাভ দেখতে পায় না। পক্ষান্তরে পরকালের জীবনের প্রতি যার বিশ্বাস রয়েছে এমন ব্যক্তির নিকট পার্থিব লাভালাভের ব্যাপারটি গৌণ। সে সব সময় পরজীবনের লাভ-লোকসানকে বড় করে দেখে। নৈতিকতার প্রশ্নটি তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে হলেও সে অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে। নিজের অধিকার আদায় করে নেবার চেয়ে অন্যের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট থাকা তার কাছে বড়। কেননা পরোপকারের ফল পাওয়া যাবে পরকালে। তখন সেটির প্রয়োজন হবে আরো বেশি।

জগতের নিয়ন্তা

বিশ্ব-প্রকৃতি কে নিয়ন্ত্রণ করেন? প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে এর কোন নিয়ন্ত্রক আছেন কি? বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হলো– প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই এটি পরিচালিত হয়ে থাকে। এর পিছনে দ্বিতীয় কোন নিয়ন্ত্রক নেই। স্রষ্টার কোন অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না এই মতবাদে। অবশ্য স্রষ্টা বা জগতনিয়ন্তার অস্তিত্ব আধুনিক যুগে যতটা অস্বীকার করা হচ্ছে প্রাচীনকালে এত বেশি অস্বীকার করা হতো না। স্রষ্টার উপাসনা করা জরুরী কিনা সে বিষয়ে মানুষের প্রশ্ন ছিল সব যুগে। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি কারো না কারো সৃষ্টির ফল এবং কোন এক মহান সত্তা এ জগতের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এ বিশ্বাস প্রায় সব যুগের মানুষের ছিল। বিশাল এ পৃথিবী সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এর পরিচালনা কোন নিয়ন্ত্রক ব্যতীত চলতে পারে না। ইসলাম এ সহজ স্বাভাবিক কথাটিই মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করে। দৃশ্যমান জগতের পিছনে এক অদৃশ্য শক্তি এটিকে পরিচালনা করেন। জগতের কোন ক্ষুদ্রতম বিষয় তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। প্রশ্ন ওঠে কে সেই মহান সত্তা? কি তাঁর গুণাবলী?

স্রষ্টা ও তাঁর গুণাবলী

যে মহান সত্তা এ জগতের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন, তিনি হলেন আল্লাহ। সকল গুণাবলীর আধার তিনি। বিন্দুমাত্র ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা নেই তাঁর। তিনি নিজে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾ ﴾ الحشر: ٢٢ - ٢٤

‘তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু অসীমদাতা। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রমশালী, প্রতাপশালী, মহত্মশালী। তারা যাকে অংশীদার করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।’ (হাশর–২২–২৪)

এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে তাঁর কতিপয় গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। সৃষ্টিজগত যেমন মানুষের আয়ত্তের বাইরে। তেমনি স্রষ্টার গুণাবলী পুরোপুরি বর্ণনা করাও মানুষের সাধ্যের অতীত। তিনি নিজেই বলেছেন,

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَٰمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ ﴾ لقمان: ٢٧

‘পৃথিবীতে যত গাছ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথে সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।’ (লুকমান : ২৭)

স্রষ্টার প্রতি করণীয়

আধুনিক কালের অনেক পণ্ডিত স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁর উপাসনা করা জরুরী মনে করেন না। এমন স্ববিরোধী মনোভাব বস্তুবাদী শিক্ষারই কুফল। মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়ার কারণে তাঁদের মন থেকে আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়নি। কিন্তু পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী শিক্ষার প্রভাবে তাদের মস্তিষ্ক নাস্তিক্যের ধোয়ায় আচ্ছন্ন। অবশ্য এরূপ মনোভাব নতুন কিছু নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবির্ভূত হন আরবের লোকদের মধ্যে এমন ধারণাই বিরাজ করত। তাঁরা বিশ্বাস করত আল্লাহই এ জগতের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু তাঁর উপাসনা করা তাদের দৃষ্টিতে জরুরী ছিল না। পূর্বকালের মানুষের মধ্যেও এরূপ মনোভাব ছিল। কুরআন মজীদে তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে–

﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ ﴾ المؤمنون: ٨٨ - ٨٩

'আপনি বলুন, সকল বস্তুর উপর আধিপত্য কার? তিনি রক্ষা করেন, কেউ তাঁকে রক্ষা করে না। তোমরা যদি জানো। তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন, তাহলে এটি তোমাদের উপর কিভাবে যাদু হতে পারে? (মুমিনুন– ৮৯)

ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে, স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক থাকবে মানব ও দাসের সম্পর্ক। মনিবকে স্বীকার করলেই চলে না, তাঁর আনুগত্যও করতে হয়।

ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ ﴾ آل عمران: ٨٣

'আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত অন্য কিছু কি তারা অন্বেষণ করে ? অথচ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে। তার নিকটেই তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।' (আলে ইমরান-৮৩)

ইসলাম আরো বলে, স্রষ্টার আনুগত্য মানুষের কর্তব্য হলেও তা পালনের কারণে স্রষ্টার কাছে তাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবি মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.কে বলেছিলেন– হে মুয়াজ! তুমি জান কি বান্দার কাছে আল্লাহর কি প্রাপ্য এবং আল্লাহর কাছে মানুষের কি প্রাপ্য? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বান্দার কাছে আল্লাহর প্রাপ্য হলো, তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহর নিকট বান্দার প্রাপ্য হলো– তারা যখন এটি করবে, তখন তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন না। (মেশকাত)

মানুষের মর্যাদা

সৃষ্টিজগতে মানুষের মর্যাদা কী, এ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। পৃথিবীতে মানুষ এসেছে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে। তাই মানুষই হবে সৃষ্টিজগতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾ ﴾ الإسراء: ٧٠

'আমি আদম সন্তাদেরকে সম্মানিত করেছি, জলে-স্থলে তাদেরকে বিচরণ করিয়েছি। তাদেরকে পবিত্র সুস্বাদু বস্তুসমূহ রিযিক দিয়েছি এবং আমার অনেক সৃষ্টির উপর তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছি।' (বনী ইসরাইল–৭০)

বস্তুবাদী ভাবধারায় মানুষকে এক উন্নত বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণী বলে মনে করা হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে অন্যান্য জীবজন্তুর সাথে একই সারিতে এনে গণ্য করা হয়। স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব, যা মানুষের সবচেয়ে বড় মর্যাদা, বস্তুবাদী ভাবধারায় তা উপেক্ষিত।

মানুষ কি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। তাই তার সার্বভৌম হবার কোন সুযোগ নেই। স্রষ্টার আদেশের বাইরে কোন ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা তার উচিত নয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষকে চিন্তা করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। মানুষের উচিত এ সব ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায় এমন পদক্ষেপ নেয়া।

জবাবদিহিতা

জবাবদিহিতার মনোভাব মানব চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর নিকট তাকে প্রতিটি কাজেরই হিসাব দিতে হবে– এ মনোভাব প্রত্যেক মানুষের জন্যে অপরিহার্য। ইসলাম মানুষকে একথাই শিক্ষা দেয়। অন্যদিকে বস্তুবাদী চিন্তাধারায় মানুষের জবাবদিহিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেননা এ জীবনের পরে দ্বিতীয় কোন জীবনের কথা এখানে অনুপস্থিত।

প্রশ্ন উঠতে পারে জবাবদিহিতা কি মানুষের মর্যাদার পরিপন্থী নয়? এর উত্তর খুব সোজা। কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করায় কারো মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় না। যেহেতু আল্লাহর প্রতিনিধি হয়েই মানুষ পৃথিবীতে এসেছে। তাই আল্লাহর নিকট তার জবাবদিহিতে কোন ক্ষতি নেই। এতে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় না।

চরম লক্ষ্য

বস্তুবাদী ধারায় যেহেতু পরজীবন বলতে কিছু নেই, তাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো ভোগ ও আনন্দ। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবন অনর্থক নয়। তাই তার জীবনে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে পরকালের শান্তি নিশ্চিত করা মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। পার্থিব জীবন তার কাছে মুখ্য নয়।

﴿وَمَا هَٰذِهِ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا لَهۡوٞ وَلَعِبٞۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ لَهِيَ ٱلۡحَيَوَانُۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ٦٤﴾
العنكبوت: ٦٤

'পার্থিব এ জীবন ক্রীড়াকৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের জগতই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানতো।' (আনকাবূত–৬৪)

পরকালের প্রকৃত জীবনে যাতে সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া যায় সে চেষ্টা করা একজন মানুষের একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত।

সমাপ্ত